কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd March, 2019

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ঃ
৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

থ্যালাসেমিয়া বিরোধী সচেতনতার লড়াইয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাথী হন।

March, 2019 Volume-V, Issue-I 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

পাল্টা জবাব

কাশ্মীর- পুলওয়ামার ঘটনার যোগ্য জবাব দিল ভারত। ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে ভারতীয় বায়ুসেনা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বোমা বর্ষণ করে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে উড়িয়ে দিয়েছে।

সার্কিট বেঞ্চ

নয়াদিল্লি - জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালু করার অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এই বেঞ্চের অধীনে থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার।

সোল শান্তি

সোল-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী ২০১৮ সালের সোল শান্তি পুরস্কার পেলেন। সাম্মানিক হিসেবে পাওয়া দু'লাখ ডলার তিনি 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে দান করেছেন।

চন্দ্রার নামে

নয়াদিল্লি-আইসি আই সি আই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্ত্রী চন্দা কোছারের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবি আই।

বন্দুক নিদান

শ্রীনগর-লেফটেন্যান্ট জেনারেল কানোয়াল জিৎ সিং ধিঁলো জানালেন, কাশ্মীরে যে বন্দুক হাতে তুলে নেবে, তাকে শেষ করে দেওয়া হবে।

দলিতের পদসেবা

নয়াদিল্লি-কুম্ভের স্নান সেরে সাফাই কর্মচারীদের পা ধুইয়ে এবং তোয়ালে দিয়ে পা মুছে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী। জাতির জনক একাজ করে ছিলেন।

কর কমল ফ্ল্যাট ও বাড়ির

নয়াদিল্লি-মধ্যবিত্তের জন্য ফ্ল্যাটে ৮ থেকে ১ শতাংশে নামানো হল জি এস টি। দামি ফ্ল্যাটের জন্য ১২ শতাংশ থেকে কমে হল ৫ শতাংশ। কার্যকর হবে ১ এপ্রিলে।

শহীদদের শ্রদ্ধা জানালো সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

....সীমান্তে এই জাগছে যারা
দেশকে ভালোবেসে
মাটির বুকে ঘুমিয়ে গেল
সূর্য ডোবার শেষে ....
"....কুৎসিত বীভৎসা পরে
আঘাত হানিতে পারি যেন ...."
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

পুলওয়ামার শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক সভায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা।
ছবি ঃ সন্দিপ মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি-

....সীমান্তে এই জাগছে যারা
দেশকে ভালোবেসে
মাটির বুকে ঘুমিয়ে গেল
সূর্য ডোবার শেষে....
"...কুৎসিত বীভৎসা পরে
আঘাত হানিতে পারি যেন..."

১৬ ফেব্রুয়ারি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার সংযোগস্থলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গী সন্ত্রাসবাদীদের হানায় নিহত ৪৯ জন জওয়ানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শোকসভায় পথচলতি মানুষ, কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা এবং বিদেশি পর্যটকসহ সংগঠনের সমস্ত সদস্যবৃন্দ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্য দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য তাঁর ভাষণে বলেন, 'শহীদ পরিবারের পরিজনদের সঙ্গে আমরা সমব্যাথী। এই মঞ্চ দল, মত, রং, বর্ণবিহীন। সন্ত্রাসবাদীদের এই ঘৃণ্য ও কাপুরুষোচিত বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমি সকলকে এই মঞ্চে তাঁদের বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু সাধারণ মানুষ বক্তব্য রাখেন। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন বহু খ্যাতনামা শিল্পী। মঞ্চে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্কর মণি চ্যাটার্জ্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কাশ্মীরের পুলওয়ামার সন্ত্রাস বাদীদের জঙ্গী আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা এবং ঘৃণা জানিয়ে সংগঠনের সম্পাদক তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, সকলকে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এই ঘটনার যোগ্য জবাব দিতে হবে। মঞ্চে সব বক্তারা এই ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। পথচলতি অসংখ্য মানুষ শহীদদের উদ্দেশ্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন এবং শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম সুন্দর।

বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ওয়াসিম আর কাপুরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং সংগঠনের সহ সভাপতি স্বামী স্মারদাত্মানন্দ মহারাজ।
ছবি ঃ সন্দিপ মিল

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং কাঁটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সহযোগিতায় ৩ ফেব্রুয়ারি শান্তি ঘোষ স্ট্রিটের চিলড্রেনস পার্কে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও সঙ্গে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এই প্রতিযোগিতায় প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী নামাঙ্কিত একটি বিশেষ বিভাগে প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ওয়াসিম আর কাপুর। শিল্পীকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম সুন্দর। সব মিলিয়ে তিনটি বিভাগ যথাক্রমে নেতজি (ক-বিভাগ), স্বামীজি (খ-বিভাগ), বিদ্যাসাগর (গ-বিভাগ) এবং বিশেষ বিভাগ মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী এই প্রতি যোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, মূলত থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগ রোধে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা তারই অঙ্গ। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিচারকের আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত শিল্পী

বিস্তারিত ছবির ৭ এর পাতায়

এক পলকে রাজ্য

রক্ত খোঁজায় অ্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত কোন ব্লাড ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে তা জানান দিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর 'জীবনশক্তি' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। এতে সকলের হয়রানি কমবে, আশা স্বাস্থ্য দপ্তরের।

২১ শে ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ

ছাত্রসংখ্যা কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। তবে গত বছরের তুলনায় এবছর ১৮ হাজার ৪০৮ জন কম পড়ুয়া মাধ্যমিকে বসেছে।

আন্তর্জাতিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইউনেস্কোর উদ্যোগে ও রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারিতে ৩২টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্ব হেরিটেজ রক্ষায় আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল রাজারহাটের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে।

নতুন সিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আই পি এস অনুজ শর্মা। পূর্বসূরী রাজীব কুমারের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি।

জওয়ানদের স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাশ্মীরে নিহত জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বারাকপুর থেকে ভূটান পর্যন্ত মোটর বাইক মিছিল এবং গাছ লাগানোর কর্মসূচী পালন করছে থ্যালাসেমিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

প্রয়াত প্রতীক

নিজস্ব প্রতিনিধি-হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫২ বছর বয়সে চলে গেলেন বাংলা সঙ্গীত শিল্পী প্রতীক চৌধুরী। চলচ্চিত্র জগতের শিল্পী কণিকা মজুমদারও প্রয়াত হয়েছেন।

এখানে – ওখানে

নিউ ইয়ং বয়েজ ক্লাবে সচেতনতা শিবির

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। পাশে কথাবলা পুতুল জনিকে নিয়ে বিক্রমজিৎ রায় এবং পেছনে রয়েছেন সদস্য অশোক পাল। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-হাওড়া জেলার নিমাবালিয়া নিউ ইয়ং বয়েজ ক্লাবের সরস্বতী পুজো উপেলক্ষ্যে ১১ ফেব্রুয়ারিতে রক্তদান উৎসবের সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরটি পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বহুসংখ্যক স্থানীয় মানুষ। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগকে প্রতিহত করতে হলে জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করে জেনে নিন আপনি বাহক কিনা। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে দেওয়া চলবে না। বাহক একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। থ্যালাসেমিয়া ওপর কথা বলা পুতুলের অনুষ্ঠান করেন সংগঠনের সদস্য ও শিল্পী বিক্রমজিত রায়। থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও সহযোগিতায় ছিলেন বিক্রমজিৎ ও তার পুতুল জনি। নিমাবালিয়া ক্লাবের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীনেশ মান্না সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

স্বামীজির প্রত্যাবর্তন ঘিরে অনুষ্ঠান

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছো বিজয়ীরাজ সম
জয় তব জয়
বিশ্ববিজয়ী
স্বামী
শিয়ালদহ স্টেশনে শোভাযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-আলমবাজার মঠ স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে এবং সহযোগী সাথী সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সৌজন্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩ তম কলকাতা প্রত্যাবর্তন ও আলমবাজার মঠে পদার্পণ দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আলমবাজার মঠে পৌঁছল। বজবজ ষ্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিটি শিয়ালদহে স্টেশনে আসে। শিয়ালদহ স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোভাযাত্রার সূচনা করেন আলমবাজার মঠের স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্যরা। চলার পথে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সহ বহু ক্লাব সংগঠন এই শোভাযাত্রাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। শিয়ালদহ স্টেশনের অনুষ্ঠানে এবং প্রত্যেকটি সম্বর্ধনা স্থলে বিবেকানন্দ-র আদর্শকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন সারদাত্মানন্দ মহারাজ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

বাগনানে প্রচার শিবির

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারি কমিটির সদস্যদের হাতে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে ঘোড়াঘাটা বাগনান, হাওড়া ২১ ফেব্রুয়ারি কমিটির উদ্যোগ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধের জন্য জীবনে মাত্র একবার, জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার কথা বলেন সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে কথা বলা পুতুল জনিকে নিয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রমাজিৎ রায়। থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রজত বোস, কেশবকান্তি বিশ্বাস, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, শিবশংকর চন্দ, নীলোৎপল গাঙ্গুলি ও কৃতান্ত মণ্ডল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক অশোক মণ্ডল এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শেখ সুলেমান সহ অন্যান্যরা।

আহান-এর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-মধ্যমগ্রাম আহান-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি ও বিক্রমজিৎ রায় ও তার কথাবলা পুতুল জনি। অনুষ্ঠান শেষে ক্যুইজে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ওষুধ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাবের উদোগে ১১ ফেব্রুয়ারি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের মধ্যে জীবনদায়ী ওষুধ বিতরণ করা হল। আক্রান্তদের হাতে ওষুধ তুলে দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। বিবেকানন্দ ক্লাবের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ওষুধ দেওয়ার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ডালখোলাতে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডালখোলা পঃ বঃ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং ডালখোলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে রক্তদান শিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অনুদান প্রদান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ২৪ ফেব্রুয়ারি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং ডালখোলা মমতা প্যাথোলজি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ মহঃ সেলিম, স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান সুভাষ গোস্বামী, ডাঃ পি পি ভদ্র, ডালখোলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক গৌরিক গাঙ্গুলি, পুলিন কুমার দাস, সুমন রায়, পলাশ দাস, শেখর ঘোষ, আলপনা দেবনাথ ও রীনা সরকার সহ অন্যান্যরা।

প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

১ম পাতার পর

দিগেন মুখার্জি, মানবেন্দ্র সরকার ও সুরজ দত্ত। তাঁদের বিচারে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মোট চারটি বিভাগে ১৮ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ক বিভাগে যথাক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত পুরস্কার প্রাপকরা হলেন রিমিমা সেন, মৈনাক দাস, নিপাঞ্জনা ঘোড়ুই, দিশা ভুঁইয়া ও রেয়ন সাহা। খ বিভাগে যথাক্রমে সায়ন্তনী দাস, অরিত্রিকা মাঝি, গৌরব মিস্ত্রি, মোনালিসা হালদার ও রিম্পা বিশ্বাসকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গ বিভাগে পুরস্কার প্রাপকরা হলেন যথাক্রমে চন্দ্রিলা রায়, ইর্ষিতা মজুমদার, স্বস্তিকা দাস, এরিয়ান হালদার ও অরিজিৎ দাস। বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ চণ্ডী লাহিড়ির বিভাগে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তারা হলেন সৌমশ্রী ব্যানার্জ্জি, চাঁদনি দাস ও ঈশপ হাজরা। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৮ বছরের ঊর্দ্ধে প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন রঘুনাথ মণ্ডল, দ্বিতীয় ঋতিকা নন্দী এবং তৃতীয় হয়েছেন মধুব্রতা নন্দী। আবৃত্তিতে বিচারকের আসন অলংকৃত করেন স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার ও বরুণ মুখার্জি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী অভিষেক কুমার এবং জি সারেগামার ফাইনালিস্ট জয়িতা সাহা।

কাদিহাটিতে প্রচার শিবির

কাদিহাটি প্রচার শিবিরের মঞ্চে উভয় সংগঠনের সদস্যারা নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-চালতাতলা উদয়ন (কাদিহাটি) স্পোর্টিং ক্লাবের আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিচালনায় ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া রোধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তিনি সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। মঞ্চে থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন স্বয়ং সম্পাদক, সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি ও বিক্রমজিৎ রায় ও তার কথাবলা পুতুল জনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পোটিং ক্লাবের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রি সহ অন্যান্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্য রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, অনুপম রায়, রজত বোস, রামকৃষ্ণ বসাক ও অমল বোস সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যা মোনালিসা হালদার।

জয়হিন্দ বাহিনীর শিবির

সম্পাদককে সম্বর্ধনা।

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর আমন্ত্রণে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিচালনায় ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত সকলের ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, ইসিজি এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি খোকন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অল মাই ফ্রেন্ডস

চেক গ্রহণ করছেন সম্পাদক।

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার কানাই ধর লেনের অল মাই ফ্রেন্ডস্-এর উদ্যোগ ৯ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজোর দিন অনুষ্ঠিত হল দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক বৃত্তিপ্রদান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়ার বিপদ ও আশু কর্তব্য নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোধে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তেরো বছর ধরে কাজ করে আসছে। অনুষ্ঠানে অল মাই ফ্রেন্ডস-এর পক্ষ থেকে চিনু হাজরা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনকে দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন।

গায়ে কোনও জামা কাপড় নেই শিশু কন্যাটির। (ইনসেটে) সে বাঁচার তাগিদে দৌড়ে পালাচ্ছে। নাপাম বোমার বিষক্রিয়াতে তার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ দশক আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতি এখনও অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে। ন'বছরের কিম ফুক (নাপাম কন্যা) এর বয়স এখন ৫৫ বছর। গোটা বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা দেন। এই কাজের জন্য কানাডার নাগরিক কিম ফুক-কে ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব জার্মানির ড্রেসড্রেনে আন্তর্জাতিক ড্রেসডেন শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল।

সমস্যা বাড়ছে

মস্কো-'নর্থ ম্যাগনেটিক পোল'-এর দ্রুত গতি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার কারীরা। এর ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির 'কম্পাস' প্রভাবিত হচ্ছে। এর কারণে দিক্‌নির্ণয় করাই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি প্রতিবছর অন্তত ৩৪ মাইল গতিতে সরছে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই 'নর্থ ম্যাগনেটিক পোল'-এর সাহায্যে নিতে হয়। এই ম্যাগনেটিক পোল গবেষণার কাজে অত্যন্ত জরুরি।

ভ্রূণের অস্ত্রোপচার

লন্ডন-মায়ের গর্ভ থেকে ছ'মাসের কন্যা ভ্রূণটিকে বার করে এনে তার স্নায়ুতন্ত্রের অস্ত্রোপচার করে ফের তাকে রাখা হল মায়ের গর্ভে। লন্ডনের একটি হাসপাতালে এই জটিল অস্ত্রোপচারটি করা হয়েছে। ভ্রূণের বয়স যখন ২০ সপ্তাহ তখন পরীক্ষায় ধরা পড়ে তার মস্তিষ্কের গঠন ঠিকমত হচ্ছে না। ডাক্তাররা জানান, ভ্রূণটি জটিল স্নায়ুরোগের শিকার, যার নাম 'স্পাইডা বিফিডা।' ওই মহিলা ব্রিটেনের চতুর্থ মা, যাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণের এই অস্ত্রোপচার হয়েছে।

মনোনয়ন বাতিল

ব্যাঙ্কক-ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন থাইল্যান্ডের রাজকন্যা উবল রত্না। বিরোধীদের সমর্থনও ছিল। আপত্তি থাইল্যান্ড নির্বাচন কমিশনের। বাতিল করা হয়েছে রাজকন্যার মনোনয়নপত্র।

কব্জায় জৈশ দপ্তর

ইসলামাবাদ-পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে চাপের মুখে পাকিস্তান। বাহাওয়ালপুরে জৈশ-ই-মহম্মদের সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পঞ্জাব প্রদেশের সরকার। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এখন পুলিশের হাতে। নয়াদিল্লির মতে, এসবই চালাকি। নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার নামে আসলে জৈশকে নিরাপত্তা দিচ্ছে ইমরান সরকার।

প্লাস্টিক নিষিদ্ধ

ব্যাঙ্কক-একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয় এমন প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ২০২১ সালের মধ্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে ভোট হল ইউরোপীয় পার্লামেন্টে। এই প্রস্তাবের জেরে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমে গিয়ে কটন বাডসের ব্যবহার বাড়বে ই ইউ এর দেশগুলিতে।

সঙ্কটে শামিমা

লন্ডন-শামিমার আর্জি নাকচ করে দিল ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। চার বছর আগে সিরিয়াতে আই এস এ যোগ দেওয়ার অপরাধে শামিমা বেগমের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। চাইলে শামিমা এর বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন। সম্প্রতি শামিমা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তার আশা ছিল, ব্রিটেন তাঁকে থাকার জন্য জায়গা দেবে। কিন্তু ব্রিটেন সরকার এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।

সাগরপারের

টুকিটাকি

নোবেল দাবি

টোকিও-নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মাকিন প্রেসিডেন্টের নাম মনোনয়ন নিয়ে দ্বিমুখী অবস্থান নিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজে আবে। পার্লামেন্টে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আবে বলেন, 'নোবেল কমিটির নীতি মেনে প্রস্তাবক ও মনোনীতের নাম প্রকাশ করা হয় না। সেকারণে কোন মন্তব্য করব না। তবে, এটাও বলব না, ওঁর নাম মনোনয়ন করিনি।

মহড়া ইরানের

ইরান-ভারত মহাসাগর ও উপসাগরীয় এলাকায় তিনদিনের সামরিক মহড়া চালালো ইরানের সেনাবাহিনী। ক্ষেপণাস্ত্র সহ নৌবাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডার পরীক্ষা করতেই এই মহড়া চালানো হয়েছে বলে ইরানের নৌ সেনার তরফে জানানো হয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় বিক্ষোভ

রিও দে জেনেইরোতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

মায়ামি-ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনীকে সতর্ক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, অবিলম্বে মার্কিন ত্রাণ তাঁদের দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ট্রাম্পের কথার পাল্টা জবাব দেন প্রেসিডেন্ট মাদুরো। তিনি বলেন, 'নাৎসিদের মতো কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মনে হচ্ছে তিনিই ভেনেজুয়েলার মালিক আর আমাদের দেশের লোকেরা সব তাঁর দাসানুদাস। ইওরোপের একটা বড় অংশ সমর্থন করছে স্বঘোষিত অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ইউয়ান গুইদোকে।

বিক্রি হল না

ন্যুরেমবার্গ-ইহুদি হত্যার জন্য হিটলারের বদনাম রয়েছে। কিন্তু তিনি যে শিল্পী সেটা ভুলে গেছে অনেকেই। ন্যুরেমবার্গে নিলামে হিটলারের আঁকা পাঁচটি ছবি কেউ ছুঁয়ে দেখলেন না। অনেক ক্রেতার প্রশ্ন, ছবিগুলো আসলে তাঁর আঁকা তো। নিলামের জিনিস গুলোর দাম রাখা হয়েছিল ১৯ হাজার থেকে ৪৫ হাজার ইউরো। ন্যুরেমবার্গ হল সেই শহর যেখানে ১৯৪৫ সালে নাৎসি যুদ্ধপরাধীদের বিচার হয়। এক সময় নিজের ছবি বিক্রি করে উপার্জন করার চেষ্টা করেছিলেন হিটলার।

শার্টডাউন নিয়ে রক্ষা

ওয়াশিংটন-সীমান্তে বেড়া দেওয়া নিয়ে সমাধান সূত্র বার করেছেন ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকানরা। মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর তুলতে ট্রাম্প চেয়েছিলেন ৫৭০ কোটি ডলার। আপাতত ১৪০ কোটি ডলারের খুশি থাকতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। এরজন্য ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ৩৫ দিনের জন শাট ডাউন চলেছিল আমেরিকাতে। ফের আমেরিকাতে শাটডাউনের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে আপাতত তা হচ্ছে না।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় ব্যাঙ্ককে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের পরিক্রমা

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ অ্যাসপিরিন ওষুধটি অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধটি সম্বন্ধে জানতে চাই—কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং এর সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে?

অভিষেক দাস, নিউ আলিপুর

উঃ অ্যাসপিরিন (Aspirin) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এটা হল এক রকমের অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষুধ (Antiplatelet Drug) যা রক্তের অণুচক্রিকার (Platelet) জমাট বাঁধায় বাধা দেয়।

ব্যবহার সাধারণ জ্বর ও মাথাব্যথা ছাড়াও অ্যাসপিরিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলে করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Coronary Artery Disease), সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, বা পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজে (Peripheral Vascular Disease) থ্রম্বোসিস প্রতিহত করা (Secondary Prevention)। এছাড়াও Risk Factor থাকলে চল্লিশ বছরের ওপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় (Primary Prevention)। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infraction) , স্ট্রোক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে।

মাত্রা—৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম প্রতিদিন।

পার্শ প্রতিক্রিয়া—পেটের সমস্যাই মূলতঃ হয়, যেমন পেটের অস্বস্তি, অম্বল প্রভৃতি। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে কিছু ওষুধ, যেমন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিলে সমস্যা কম হয়। এছাড়াও অ্যালার্জি (Aspirin Allergy) হতে পারে। মাত্রা বেশী হলে লিভার ও কিডনির সমস্যা হয়।

Aspirin Resistance —ও কখনও কখনও হতে পারে, কিন্তু এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি।

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাবার এই রোগ আছে। *সুজাতা দত্ত, বিরাটি*

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভবনা আছে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাপ্লতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)-Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা—Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশন আছে। যেমন, Excisional Hemoprhoidectomy, Transhemorrhowal Deatrerialication (THD), Stapled Hemorpholdectomy প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ হয়। একে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন, ব্যথা, সংক্রমণ, রক্ষকরণ, প্রস্রাবের অসুবিধা Faecal incowtiwence প্রভৃতি।

প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানালে ভালো হয়। *রত্না সান্যাল, বারাসত*

উঃ কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

(১) **রক্তপরীক্ষা (Blood)** ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্লেটলেট এগুলির যাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryoglobulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

(২) **ইউরিন-Urine** পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

(৩) **Radiologic Evaluation**—আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagineও করার দরকার হতে পারে।

(৪) **কিডনি বায়োপ্সি**—কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

(৫) **GFR (Glomerular Filtration Rate)** নির্ণয় করা, প্রভৃতি।

সম্পাদকীয়

কিছু প্রশ্ন

ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। প্রতিনিয়ত বিপন্ন কাশ্মীরের মতো একটি অঞ্চলে গোয়েন্দা দফতরের কাজকর্মের কি বেহাল অবস্থা। সমগ্র দেশের মানুষ কিসের ভরসায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে? কাশ্মীরে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, তাকে নিন্দা করার জন্য উপযুক্ত ভাষা জানা নেই। দেশরক্ষার মহান কর্তব্য পালনের জন্য সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবার দায়ে এতগুলো নিরপরাধ মানুষের প্রাণ চলে গেল। ছেঁড়া তমসুকের মতো পড়ে রইল শোকসন্তপ্ত ও বিধ্বস্ত পরিবারগুলো। বিপন্ন অসহায়তাবোধ ঘিরে ধরেছে নাগরিক জীবনকে। জঙ্গি গোষ্ঠী জৈইশ-ই-মহম্মদ এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। এই ঘটনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, উপতক্যার স্থানীয় সমর্থন পাচ্ছে জঙ্গিরা।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শুধু ভারতে নয়, গোটা দুনিয়া জুড়ে বিশ্বনেতৃত্বের উচিত অবিলম্বে কিছু সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাকিস্তানের লালন-পালনে পুষ্ট জৈইশ-ই-মহম্মদ-এর দ্বারা কাশ্মীরের এই বর্বরোচিত আক্রমণ একটি সন্ধিক্ষণ। শুধুমাত্র প্রত্যাঘাতই স্থায়ী সমাধান নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির শীর্ষ নেতৃত্বদের এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে বলা দরকার, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে মাথা ব্যাথার কারণ নয়। পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করাতে হবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে 'হবনব' বন্ধ করার জন্য। যদিও এটি করতে গেলে প্রধান অন্তরায় হিসেবে রয়েছে চিনের পাকিস্তান নীতি, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ইত্যাদি। পাকিস্তানের ওপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে বিশ্ব নেতৃত্বের। এছাড়া দেশের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করার 'প্যাঁচ-পয়জার' বন্ধ না হলে নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করার পূর্ণ সুযোগ নেবে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলে বিপদ ডেকে আনা হবে। পাক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে বিদেশমন্ত্রকের তরফে কূটনৈতিক যোগাযোগ কিছুটা ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

দেশের ভেতরে সন্ত্রাসবাদ জন্ম নেওয়ার অন্যতম কারণ অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও উগ্র ধর্মান্ধতা। এই বিষয়টি বারে বারেই সামনে চলে আসছে। যদিও এছাড়া কিছু রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণও রয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই তিনটে মূল বিষয়কে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ সন্ত্রাসবাদ তার জায়গা করে নেবে। বিপরীতে বলা যায়, এই তিনটে মূল বিষয়কে স্বাভাবিক রাখতে পারলে সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এই মুহূর্তের উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু সূদূরপ্রসারী ফল হিসেবে দারিদ্র্যতা, অশিক্ষা, উগ্র ধর্মান্ধতার প্রতি নজর না দিলে সন্ত্রাসবাদকে বিনাশ করা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

অভিসন্ধি

স্বামী বিবেকানন্দ

আমরা অন্য অভিসন্ধি শূন্য হইয়া যে কোন সৎকার্য্য করি তাহা আমাদের পদে একটী নতুন শৃঙ্খলস্বরূপ না হইয়া বরং যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটী গাট ভঙ্গই করিয়া থাকে। আমরা প্রতিদানের চিন্তাশূন্য হইয়া জগতে যে কোন সৎচিন্তা প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে—আমাদের বন্ধন শৃঙ্খলের একটী গাঁট ভাঙ্গিয়া দিবে এবং আমাদিগকে ক্রমশই পবিত্র করিতে থাকিবে, যতদিন না আমরা পবিত্রতম মনুষ্যরূপে পরিণত হই। কিন্তু ইহা লোকের নিকট যেন কেমন অস্বাভাবিক ও দার্শনিক রকমের বোধ হয়, উহা যেন কোন কার্য্যকর নহে। আমি গীতার বিরুদ্ধে অনেক তর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই তর্ক তুলিয়াছেন। অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। ইহারা গোঁড়ামি দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ কার্য্য দেখেন নাই ; এই জন্যই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আমি অল্প কথায় আপনাদের নিকট এমন এক লোকের কথা বলিব, যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবই এই কর্ম্মযোগী ; একমাত্র তিনিই ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেরই কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ ছিল—বাহিরের অভিসন্ধি। তিনি ব্যতীত জগতের সমুদয় মহাপুরুষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, —একদল বলেন, আমরা ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি ; অপর দল বলেন, আমরা ঈশ্বর প্রেরিত ; উভয়েরই কার্য্যের প্রেরণাশক্তি বাহিত হইতে আইসে।

জর্জ বানার্ডশ — যা এখন আছে, কিন্তু মানুষ তারই স্বপ্ন দেখে আর প্রশ্ন করে 'কেন'। আমি যা কখনও ছিল না তার স্বপ্ন দেখি, আর জিজ্ঞাসা করি 'কেন নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের গতি সূক্ষ। ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ কিন্তু সুতার ভেতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর প্রবেশ করবে না।

নাসিম নিকোলাস তালেব --- চিকিৎসকরা প্রায়শই সাক্ষ্যপ্রমাণের অনুপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন।

মাসতামামি

১ মার্চ – 'টিসকো, ভারতের প্রথম ইস্পাত শিল্প চালু হল ১৯০৮।
'পথের দাবি' নিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৩৯।
২ মার্চ – তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের প্রথম কংগ্রেস শুরু ১৯১৯।
উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন হো চি মিন ১৯৪৬।
৩ মার্চ – টেলিফোন আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেলের জন্ম ১৮৪৭।
জামশেদজি টাটার জন্ম ১৮৩৯।
৪ মার্চ – নয়াদিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস শুরু ১৯৫০।
৫ মার্চ – বেথুন কলেজ, এশিয়াতে প্রথম মহিলা কলেজ স্থাপন হল কলকাতায় ১৮৯৭।
গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ১৯৩১।
জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া স্থাপন ১৮৫১।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজকে কলকাতায় সম্বর্ধনা ২০০৫।
৬ মার্চ – রেনেসাঁস-এর প্রবক্তা মাইকেল অ্যাঞ্জেলের জন্ম ইতালিতে ১৪৭৫।
জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯১৫।
৭ মার্চ – মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহের সন্ধান করতে নাসা থেকে মহাকাশে নতুন রকেট প্রেরণ ২০০৯।
ভারতে ইউরোপের ভাষা-সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রচারের জন্য সিদ্ধান্ত ১৮৩৫।
৮ মার্চ – বিশ্ব নারীদিবস।
গ্রহের গতি নিয়ে কেপলারের থার্ড ল আবিষ্কার ১৬১৮।
৯ মার্চ – ডান্ডি মার্চ শুরু ১৯৩০।
স্ফুটনিক-৯-এর মহাকাশে অবতরণ ১৯৬১।
টোকিওতে আমেরিকার বোমা বর্ষণ ১৯৪৫।
১০ মার্চ – টেলিফোনে প্রথম কথা বললেন গ্রাহাম বেল ১৮৭৬।
গাজা শহরে আরাফতের অফিস আক্রমণ করল ইজরায়েল-২০০২।
সবরমতী আশ্রম থেকে এই প্রথম গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হল ১৯২২।
১১ মার্চ – বেঙ্গল ন্যাশানাল এডুকেশন সোসাইটি স্থাপন ১৯০৬।
চিত্তরঞ্জনে রেলের কারখানা স্থাপন ১৯৬৩।
পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯৫৫।
১২ মার্চ – সাহিত্য আকাদেমির দ্বারোদ্ঘাটন ১৯৫৪।
ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্ম ১৮২০।
১৩ মার্চ – ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের প্রয়াণ ২০০৪।
প্লুটোর আবিষ্কার ১৯৩০।
১৪ মার্চ – বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য আইন সংশোধন ১৮৭৮।
অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯।
কার্ল মার্কসের মৃত্যু ১৮৮৩।
বম্বেতে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা'-র প্রদর্শন ১৯৩১।
পরাধীনতা থেকে মুক্ত গোয়া ১৯৬২।
১৫ মার্চ – আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা লেডি রানু মুখার্জ্জির প্রয়াণ।
১৬ মার্চ – মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা ভিয়েতনামে 'মাই লাই' কেলেঙ্কারি ১৯৬৮।
পানামা খাল নিয়ে চুক্তি ১৯৭৮।
রাজশেখর বসু (পরশুরাম)-র প্রয়াণ ১৯৬০।
১৭ মার্চ – ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দ্বারঘোটন ১৯২১।
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০।
১৮ মার্চ – মসলিন কাপড় নির্মাতাদের বুড়ো আঙ্গুল কাটার কাজ শুরু করল ব্রিটিশ সরকার ১৭৬৯।
১৯ মার্চ – আফ্রিকার আবিষ্কারক ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম ১৮১৩।
ইরাকে মার্কিন হানা ২০০৩।
২০ মার্চ – ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ১৯৩১।
'জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন ১৯১৬।
ইরাক আক্রমণে মার্কিন সেনাদের সমর্থন করল ব্রিটেন ২০০৩।
২১ মার্চ – বিশ্ব কবিতা দিবস।
দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এবং সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৭৭।
ওস্তাদ বিসমিল্লা খান-এর জন্ম ১৯১৬।
কলকাতায় প্রথম সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপন ১৮৩৬।
২২ মার্চ – চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ১৭৯৩।
বিশ্ব জল দিবস।
২৩ মার্চ – দেশের বিভাজন দাবি করে মুসলিম লিগের সিদ্ধান্ত ১৯৪০।
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দখল করল জাপান ১৯৪২।
পাকিস্তানকে প্রথম মুসলিম প্রজাতন্ত্র দেশ বলে ঘোষণা ১৯৫৬।
২৪ মার্চ – আগ্রা থেকে কলকাতায় প্রথম টেলিগ্রাফ চালু ১৮৫৫।
অনুশীলন সমিতি গঠিত হল ১৯০২।
২৫ মার্চ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি ২০০৪।
স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ শুরু ১৯৭১।
২৬ মার্চ – প্যারিস কমিউনের নির্বাচন ১৮৭১।
বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ১৯৭২।
২৭ মার্চ – বিশ্ব নাটক দিবস।
এক্সরে আবিষ্কারক উইলহেম রোয়েন্টজেন-এর জন্ম ১৮৪৫।
২৮ মার্চ – কলকাতায় ইয়াসের আরাফতকে সম্বর্ধনা ১৯৯০।
ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের অ্যাসোসিয়েশন গঠন ১৯৪২।
ভারত থেকে পালিয়ে বার্লিনে পৌঁছলেন সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯৪১।
২৯ মার্চ – ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
নাট্যকার, অভিনেতা উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯।
৩০ মার্চ – সত্যজিৎ রায়কে অস্কার সম্মানে ভূষিত করা হল ১৯৯২।
ক্রিপস্ নির্দেশিকা প্রকাশ ১৯৪২।
৩১ মার্চ – পাটনায় জ্যোতি বসুকে গুলি করে মারার চেষ্টা ১৯৭০।

এ সকাল তো রাতের চেয়েও অন্ধকার

পারিজাত বোস

পড়াশোনা করার উদ্দেশ্য কী দামি দামি গাড়িঘোড়া চড়া, ভাল ভাল খাবার খাওয়া, পোষাকের মধ্যে দিয়ে বিত্তের জাহির করা---একথা পণ্ডিতেরা মানবেন না বরং তাদের বাণী, বিদ্যা মানুষকে নির্লোভ, বিনয় সমন্বিত দৃঢ়তা এবং নম্রতা প্রদান করে। নির্ভীক হতে সাহায্য করে। হালফিল আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে অনাহার, অর্থাহার, অশিক্ষায় এবং অপুষ্টিতে তমসাচ্ছন্ন দেশ। নির্লজ্জ অর্থারোহ, ভোগ সর্বস্ব প্রমাদে ডুবে থাকা তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ, দার্শনিককূল হয় সরকারি দাক্ষিণ্য অথবা খয়রাতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। এরাই ক্ষমতার কাছে মনেপ্রাণে মাথা নুইয়ে দুই করতল যোগে 'গ্রান্ট' নেন। আর সন্তান-সন্ততিদের আন্তর্জাতিক মানের ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে তদুপরি গৃহশিক্ষক দিয়ে দিগ্‌গজ তৈরি করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন পুষে 'মানুষ করে তোলেন।'

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ করা গণিতজ্ঞ, আইনজ্ঞ, দুঁধে রাজনৈতিক নেতা, বাণিজ্যের কুশী-লব এবং শিক্ষিত মানুষ কিন্তু কম নেই। তবুও এই জনাকীর্ণ দেশে দিনের বেলা লণ্ঠন জ্বালিয়ে পণ্ডিতরা খুঁজে বেড়ান। প্রশ্ন করলেই তাঁরা বলেন, 'মানুষ খুঁজছি'। হাতে মোবাইল আর ল্যাপটপের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঝাঁকুনি সত্ত্বেও অসহনশীলতা আর বিষাদের মিলনে সহানুভূতির খরা চলছে। দিনেতেও অন্ধকার। এমত পরিস্থিতিতেই আমরা আবার ঘটা করে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করছি।

অবশ্য সরস্বতী পূজা করার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার সমস্ত জীবন দর্শনকে জ্ঞানার্জনে নিহিত করব। বিশ্বমিত্র মুনি দেবী সরস্বতীকে নিয়ে বলেছিলেন, 'এই সরস্বতী আমাদের পবিত্র করেন। জ্ঞানের সমুদ্র স্বরূপিনী দেবী সরস্বতী অনন্ত অপার সত্যের অধিষ্ঠান। ধর্মগ্রন্থে লেখা রয়েছে সরস্বতী বলেছেন, 'তিনি আকাশ, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূলোক ব্যাপ্ত করে ঋত, সত্য, জ্ঞান রূপে বিরাজিতা।' আবার এই সরস্বতীই বিশ্বরূপা। প্রাচীন বৈদিক দেবতা সরস্বতী অবশ্য জ্ঞান ও শব্দরূপা। আবার নদীরূপা। সরস্বতী নদীই তো উত্তর ভারতকে উর্বর করেছিল। সতত পরিবর্তন শীল, নদীরূপে, দেবীরূপে তিনি সব জননীর শ্রেষ্ঠ জননী। সবার চেয়ে বেশি মা।

কিন্তু কোন বিদ্যা আমাদের ভয়কে বিনাশ করে অভয়ের দিকে নিয়ে যাবে? যে বিদ্যা আমরা তথাকথিতভাবে আহরণ করে চলেছি। গতানুগতিক লেখাপড়া, না কি জল বিবর্জিত বিদ্যাভ্যাস। বিশ্বজুড়ে তো সাম্রাজ্য লোভী শাসকবর্গ ছল, চাতুরি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভেদনীতি নিয়ে একটা উলঙ্গ উন্মাদনায় মেতে রয়েছেন। ভাঙ্গছে শান্তি ও পারমাণবিক চুক্তি, নিরস্ত্রীকরণের পোস্টার লাগিয়ে চলছে আধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা। এরা সকলেই চায় সমস্ত সমালোচনা ও বিতর্কের কণ্ঠরোধ করে গণতন্ত্রকে দুর্গের মধ্যে রেখে দিতে।

প্রাচীনকালে চারটি বেদ অধ্যায়ন করে মানুষ তার জীবনে মিথ্যা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ-এই ছয়টি বেদান্তকে রপ্ত করার মাধ্যমেই চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর অঞ্জলি প্রদান করতেন। যার অর্থ হল বেদ ও বেদান্তের মধ্যে বিদ্যার যে চোদ্দোটি বিষয় রয়েছে, তাতে যেন বুদ্ধির সফল বিকাশ ঘটে। সেকারণেই মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে, 'বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত- বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।' অবশ্য ইদানিং সেটা হয়েছে, 'বিদ্যাস্থানে ভয়ে ব চ।' বিদ্যা (গ্রে ম্যাটার) হল মানুষ তৈরির করার মূল বস্তু। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে আশ্রয় করেই 'দয়ার সাগর' হয়েছিলেন। আর এখন হোয়াটসঅ্যাপে নিজের ছবি তুলে তখন তখনই পাঠিয়ে দেবার বিদ্যা আর গুগল সর্বস্ব তথ্য আহরণ করে রাজনীতি, বাণিজ্যতে সময়সাপেক্ষে অনেকেই কেউ-কেটা, কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি?

দুষ্টু ও মিষ্টির মন

রীণা ঘোষাল

আমার দুই বোন। দুষ্টু ও মিষ্টি। আমরা সব সময় একসাথে থাকি। কখনো ভুল করেও আলাদা হই না। আমার পরিচয়টা তোমাদের সবাইকে একটু দিয়ে দিই। আমি জন্ম—আমার নাম মিষ্টি, আমি মৃত্যু—আমার নাম দুষ্টু। মিষ্টি আমার সব সময় অভিযোগ করে বলে দুষ্টু বোন তুমি আমার সাথে সব সময় আছো অথচ তোমায় আমি দেখতে পাই না কেন? তখন আমি আমার মিষ্টি বোনকে বলি, বোঝাই, আমার নামতো দুষ্টু তাই আমি সবসময় সবার সাথে লুকোচুরি খেলতে খুব ভালোবাসি। তাই শুনে আমার মিষ্টি বোন বলে তুমি যদি আমার বোন হও তাহলে মা-বাবা তোমাকে আদর করে না, ভালোবাসে না, তোমায় কিছু দেয় না কেন? আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি এখন যত পারো মা-বাবার আদর খেয়ে নাও এরপর আমি মা-বাবাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো আর সেখানে আমরা সবাই একসাথে থাকবো। যেখানে কোন রাগ নেই, ভয় নেই, অশান্তি নেই। সেখানে আমরা সবাই শান্তিতে থাকতে পারবো। তাই শুনে আমার মিষ্টি বোন আবার প্রশ্ন করে, তুমি মা-বাবাকে নিয়ে যাবে আর আমাকে নেবে না। হ্যাঁ, নিশ্চই আমি তোমাকেও আমার সাথে নিয়ে যাবো। আমি আগে সময় সুযোগ বুঝে মা-বাবাকে নিয়ে যাবো তারপর না হয় তোমাকে একসময় আমার সময় বুঝে নিয়ে যাবো। আমার সবসময় একটাই কাজ সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। সেখানে গেলে তুমিও দেখতে পাবে সারাবাড়ি আলোতে ঝলমল করে একজন বসে আছেন যাকে আমরা সবাই পরমপিতা বলে ডাকি। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। কিছুদিনের জন্য কে আগে বেড়াতে যাবে বা কে পরে বেড়াতে যাবে আবার কাকে আগে বাড়ি ফিরতে হবে বা কাকে পরে বাড়িতে ফিরে আসতে হবে এই সমস্ত কিছু তাঁর ইচ্ছানুসারে সময় অনুযায়ী করতে হয়। পরমপিতার কাছে সবাই সমান। সব শুনে আমার মিষ্টি বোন আবার বলে ওঠে আমি তো এখানে আমার মা-বাবার কাছে বেশ আছি। খেলছি, আনন্দ করছি, বন্ধুদের সাথে মজা করছি, সবার আদর খাচ্ছি তাহলে তুমি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে কেন? তুমি তো দেখছি তোমার নামের মতই দুষ্টু। এবার বুঝেছি ঠাকুমা দাদুকে তুমিই তাহলে তোমার সেই বাড়িতে নিয়ে গেছ। তাই শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম কিন্তু আমার মিষ্টি বোনকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বললাম তুমি ঠিক বলছো আমি আমার নামেই মতই দুষ্টু। তাই জন্য আমি সবাইকে একদিন না একদিন সময় হলে টুক করে আমাদের সবার যেখানে বাড়ি সেখানে নিয়ে চলে যাই। আসলে এটাই আমার কাজ। আমি কখনও কাজে ফাঁকি দিই না। কারণ কাজে ফাঁকি দেওয়া আমি একদম পছন্দ করি না। আমি কাল-এর নিয়মে চলি। আচ্ছা আমার মিষ্টি বোন তোমার কি মনে পড়ে একদিন তুমিই আমাকে বলেছিলে "যারা কাজে ফাঁকি দেয় তারা নিজেরাই ফাঁকে পড়ে।" এবার তুমিই বল আমি কি কোন অন্যায় কাজ করছি। তাই শুনে আমার মিষ্টি বোনের মুখে আর কোনো কথা নেই।

এবারের বাজেট কতটা সাধারণ মানুষমুখী ?

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এবারের কেন্দ্রীয় সরকার-এর বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব অন্তবর্তীকালীন বাজেট না হয়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেটের রূপ নেয়। অনেকেরই বিশ্বাস রাজনৈতিক কারণেই অন্তর্বর্তীকালীন অর্থমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলকে দিয়ে NDA সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন। বাজেট প্রস্তাবে এমন কিছু আছে যাতে করে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এটা একটা রাজনৈতিক বাজেট।

প্রথমত ২ হেক্টরের মধ্যে জমির মালিক হলে তাঁরা বছরে ৬০০০ টাকা করে অনুদান পাবে বলে বাজেটে প্রস্তাব আছে। এই টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং বছরের ৩টি সমান ভাগে এই টাকা দেওয়া হবে। আপাতত মনে হতে পারে এই প্রস্তাবে গ্রামের মানুষের দিকে তাকিয়েই করা হল। তার আগেই রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছেন ক্ষমতায় এলে তাঁরা সব গরীব মানুষের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করবে। তাই NDA সরকারের কাছে একটা চাপ ছিলই।

গ্রামীণ আর্থিক অবস্থা কেমন?

গত কয়েক বছর ধরে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। গত ২ বছরের খরা জনিত কারণে গ্রামের দুর্ভোগ এখন শেষ হয়নি। প্রকৃত মজুরী গ্রামে কেবল বাড়েনি তাই নয় গত কয়েক বছরে তা কমেই গেছে। এরপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা— হিসাবে নোটবন্দী এবং GST -র প্রচলন। তাই ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত। অথচ দেখা যাচ্ছে গত আর্থিক বছরে বাজেটে ঘোষিত গ্রামীণ বিকাশের পুরো টাকা খরচ করল না এই NDA সরকার। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা কম খরচ করা হল গ্রামীণ আর্থিক বিকাশের জন্য। কী রকম হিসাব?

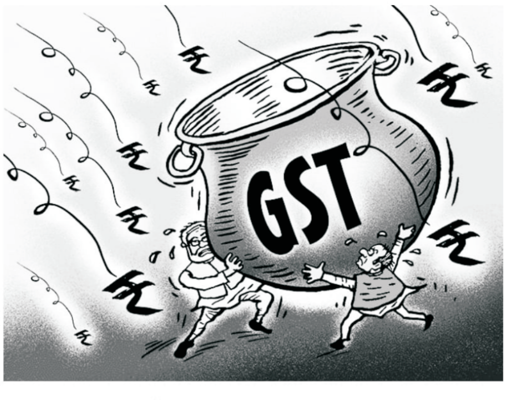

গতবারের বাজটে NSAP (National Social Assistant Programme)-এর জন্য বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছিল 9, 975 কোটি টাকা। কিন্তু খরচ কমানো হল। খরচ হল 8,900 কোটি টাকা। এখন আলোচনা হচ্ছে 2018-19 আর্থিক বছরের। সকলেই জানেন এই NSAP হল সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে বণ একটি পরিকল্পনা যেখানে 2006 সাল থেকে দরিদ্র্য পরিবারগুলোকে মাসে 200 টাকা করে দেওয়া হয়। একইভাবে গ্রামীণ রাস্তা এবং বাড়ি তৈরির বরাদ্দ থেকেও খরচ কমানো হল। রাস্তা তৈরির জন্য খরচ কমল 3,500 কোটি টাকা এবং ঘর বাড়ি তৈরির বরাদ্দ কমল 1,100 কোটি টাকা। এছাড়া গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরির জন্য নির্ধারিত টাকার চেয়ে খরচ কমানো হয়েছে। 2018-19 আর্থিক বছরে এবং স্বচ্ছ ভারত এর সেচ প্রকল্পেরও বরাদ্দ টাকা কমানো হয়েছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে প্রায় 20,000 কোটি টাকার ব্যয় কম করা হল এমন সময় যখন গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরো বেশি করে সাহায্যের প্রয়োজন।

কৃষিতে ঋণ মুকুবের প্রতি যোগিতায় কৃষকের সুবিধা হলেও রাজ্যের অর্থব্যবস্থায় ক্ষতি হচ্ছে। টাকার বরাদ্দ না করে ঋণ মুকুব করায় ব্যাঙ্কের আর্থিক ক্ষতি আরো বাড়ছে। কথা হল এটা একটা সাময়িক সুরাহা কিন্তু প্রয়োজন স্থায়ী সমাধানের। তার জন্য কৃষির পরিকাঠামোর উন্নতির ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) ক্ষেত্রে এই NDA সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অনেক কৃষিপণ্য খোলা বাজারে MSP-র নীচে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে সরকার নিয়ম করলেও কৃষিপণ্য কিনছে না MSP তে। টাকার অভাব, অভাব মজুত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুদামঘরের। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে চলার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করা উচিত।

কৃষিতে সরকারী সাহায্যের অনেক মডেল আছে। মধ্যপ্রদেশে এক রকম, তেলেঙ্গানায় একরকম, উড়িষ্যার অন্যরকম। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কৃষকদের সরাসরি অনুদানের কথা ঘোষণা করেছে। একে এই মডেলটি তেলেঙ্গানার মডেলের অনুরূপ। এখন 100 দিনের কাজের (MGNREGA) দেখ ভাল করা জরুরী। রাজ্য সরকারগুলোর ওপর এই বিষয়ে দায়িত্ব আরো বাড়াতে হবে। নাহলে এই খাতে টাকার চুরি আটকানো যাবে না। বাজেটে এই বিষয়ে নতুন ঘোষণা জরুরী ছিল।

অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের করের বোঝা কমিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। কারণ এর ফলে দুর্বল মানুষদের চেয়ে মধ্যবিত্তের ফারাক আরো বাড়বে। বাজারে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে দেশের পক্ষে ভাল হবে না।

বাজেটে আয় ব্যয়ের হিসাব কি মেলানো যাচ্ছে?

বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ানো হয়েছে। তবে তাতে দোষ দেখা যায় না। তাই গত আর্থিক বর্ষের মতো অনেক ব্যয় বরাদ্দ পাল্টাতে হবে। তাতে বেশি মার খেতে পারে সাধারণ জনগণ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ই বাজেট বহির্ভূত ব্যয় বাড়াচ্ছে। এর ফলে রাজকোষে স্বচ্ছতা আসছে না। ভোট সর্বস্ব রাজনীতিতে এটাই হয়। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারই G. D. P -র প্রায় 2% বাজেট বহির্ভূত খরচ করছে। এর ফল কী দাঁড়াবে ভাবলে ভয় হয়।

মুখেই মারিতং জগৎ

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

এই যে-সব শান্তি মিছিল করছে মুখে কালো কাপড় বেঁধে আর হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে। এদের অনেকেই আবার চায়ের দোকানে, বন্ধুদের আড্ডায়, মেট্রোয় চলন্ত বগির মধে, ভিড়বাসের মধ্যে গলা উঁচিয়ে বলছে, ‘ওদের আর ক্ষমা নয়, ভেতরে ঢুকে সব নিকেষ করে দাও। ওটা জঙ্গির দেশ। কোনও ক্ষমা-ঠমা নয়।’ তার মানে, ওরা অনেকেই যুদ্ধ চায়। ওসব শান্তি মিছিল, মোমবাতি জ্বালানো সব গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। পাড়ায় পাড়ায় গিজ গিজ করছে হল্লার রাজা। খড়ের কুশপুতুলে বল্লম ঢুকিয়ে দিয়ে বলছে। ‘এভাবে শালাদের মারতে হবে।’

সবাই কি যুদ্ধ চাইছে? বাউড়িয়ার শহীদ বাবলু সাঁতরার স্ত্রী মিতা কিন্তু যুদ্ধ চান না। অথচ তাঁর মুখেই তো বদলা নেবার কথা শুনব বলে মুখিয়ে রয়েছি। এই তো কিছুদিন আগে বাবলু বন্ধুদের বলেছিলেন, ‘আর এক বছর মাত্র, এরপর আমার ছুটি। তখন রোজ বিকেলে ভলি খেলব।’ তাঁর বন্ধুরা তো বলছেন না, যুদ্ধ চাই। ওদের বেশ কয়েকটাকে মারতে পারলে বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়া যাবে। যার সন্তান গেল তিনি যুদ্ধ চান না। সীমান্তের অতন্ত্র প্রহরীরা যুদ্ধ চান না। তাহলে যুদ্ধ চাইছে কে?

যুদ্ধ চাইছি আমরা। এই ব্যে শোন, পাকিস্তানে যা এখানে তোর জায়গা নেই। তবে আমরা কারা? এক প্রথিতযশা কবি (শ্যামসুর রহমান) লিখেছিলেন, ‘সরকারি বাসে চড়ছি। সরকারি কাগজ পড়ছি, কাজ করছি, খাচ্ছি যাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি..... চকচকে ব্লেডে দাঁড়ি কামাচ্ছি, দু’বেলা পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনে কথা শুনছি, ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।’ এবার নিশ্চয় বোঝানো গেল আমরা কারা। বিকেল হলেই গলা-ঘাড়ের গোল অঞ্চলে এবং বগলে পাউডার ঘষে সিরিয়ালে মনোনিবেশ করছি। ফেসবুকে ভীষণ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছি। এরপর ছোট্ট সন্তানকে ভাত খাইয়ে বিছানায় ফেলে সেই কবিতা ‘খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো....।’ ঘুমিয়ে পড়ার পর গিন্নির মন রাখতে বলি, ‘ছেলে আমার ডাক্তার হবে....’ গিন্নি বলে, না না ও ইঞ্জিনিয়ার হবে। কস্মিনকালে শুনেছেন কি? কর্তা-গিন্নি বলছেন, ছেলে আমার জওয়ান হবে। অবোধ শিশু যদি কথাটা বলেই ফেলে তখন তখনই চেঁচিয়ে উঠি, বালাই শাট, ওকথা মুখে এনো না। আরে সৈনিক হয়ে ‘লঙ্ঘিতে হবে যাত্রী নিশীথে দুস্তর পারাবার।’ এসব এক গাদা ঝামেলা, ঝক্কি-একদম ভালো না। এসব তো ভাবেন নিশ্চয়ই! আপনি না বললে কি হবে, আমি কিন্তু ভাবি।

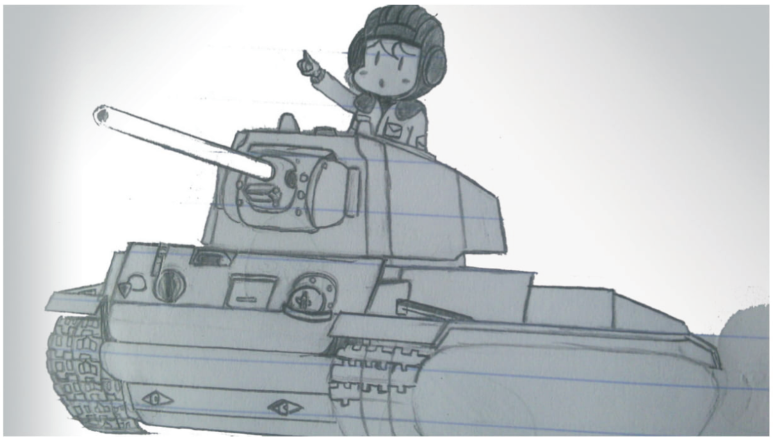

চলুন যাই যুদ্ধে। ওদের ছিঁড়ে ফেলব। আরে কাকে ছিঁড়ে ফেলবেন? কেন? যে শান্তির কচকচানি করবে। যারা ‘ওদের’ হয়ে কথা বলবে। ভাবতে পারেন ৪৯টা জওয়ানকে মেরে ফেলল। আমরা ৪৯ হাজারটা মারব। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, বাজারে টেকা দায়। কেরানি থেকে বুদ্ধিজীবী সকলেই ফুঁসছে, যুদ্ধ চাই যুদ্ধ চাই। বামুন, হরিজন, চণ্ডাল, সিকি নেতা, আধুলি নেতা, টাকা নেতা, সকলের মুখেই এক কথা। যার মনের মধ্যে কোনও প্রতিশোধ স্পৃহা নেই। সে দালাল, গদ্দার। জানেন তো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘টুনির ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও তাই আছে। থুড়ি ‘আপনার বুকে যে আগুন আমার বুকেও সেই আগুন।’ হাঁসপুকুরিয়ার শহীদ সুদীপ বিশ্বাস। কিছুদিন আগে বাড়িতে ফোন করেছিল। বাবা মাঠে এত রোদ্দুরে কাজ করছে জেনে বলেছিল, ‘বাড়ি যাও বাবা’। কাশ্মীর থেকে হাঁসপুকুরিয়া-মমতার কি অমোঘ বাঁধন। বৌদির সঙ্গে কত রসিকতা করেছিল ফোনে। সেই ছেলে তো আর নেই। শহীদ হয়ে গেছে। এটা যদি আপনার ছেলে হত, ভাই হত, তাহলে কি শান্তিতে থাকতে পারতেন। মুখ থেকে শান্তির বাণী ঝড়ে পড়ত। এখান থেকে ফুটে পড়ুন তো। শালা যতসব বাজে কথা। শহীদ সুদীপের বাবা আজও ক্ষেতের ওপর দাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, ‘ওই বুঝি তার ছেলেটা আসছে।

ছেলে কেরানির চাকরি করুক তবু ভাল। জওয়ানের চাকরির দরকার নেই। কেরানির সামনে রয়েছে মাল্টি প্লেক্স, শপিং মল, রবীন্দ্রসদন, নন্দন, সেন্ট্রাল পার্ক, বনবিতান, আরও কত কিছু। আর ওখানে গুলি, ল্যান্ডমাইন, মর্টার, বোম। খামোকা ওখানে যাওয়া। পুলওয়ামার পরই আসছে একুশে। ওদিন আবেগভরা মুখ নিয়ে সাদা পাঞ্জাবি পড়ে একটু দরদী সাজি। বাংলা ভাষার জন্য গদগদ প্রাণ। নিজের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি। জানিস মাতৃভাষার জন্য কারা প্রাণ দিয়েছিল? ছেলে ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসলে এটা আপনার দোষ। ছেলেকে কিছুই শেখান নি, আরও বেশ কয়েক প্রস্থ বাত্তেলা দিয়ে মাতৃভাষার মিছিলে পা মেলাই। আসুন না রাস্তার ভিখিরিটাকে একটা কোল্ড ড্রিংকস খাওয়াই। ঝুপড়ির বুড়িমাকে একটা কম্বল দিই। জানি ঠান্ডা পানীয়টা এবং কম্বলটা জলে গেল। তবু তো একদিন দিই। বিপ্লব না হলে ওদের অবস্থা একই থাকবে।

যুদ্ধ যুদ্ধ বাপ্যারটা অনেকক্ষণ হল। এবার বন্ধু অন্য যুদ্ধ করি। যে যুদ্ধে উড়বে ফুলের পাপড়ি। নিষ্পাপ শিশুর মুখে থাকবে ব্যথা বেদনাহীন ঝকঝকে হাসি। বিপ্লব আসুক আর না আসুক। কোল্ড ড্রিংক্সের যুদ্ধ, কম্বলের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি যদি আসেন, আমিও আসব। পাক্কা কথা।

কবিতা

মহৎ কাজ

কেশব কান্তি বিশ্বাস

এক মহৎ কাজের উদাহরণ
রূপকথার জন্মদিনের মাঝে হয়েছে যেটা উদ্‌যাপন।
যে রোগীদের রক্তের বিনিময়ে তাদের বাঁচার কারণ
নিতে হবে বারে বারে রক্ত যাবে না কখনও করা বারণ।
আমাদের ডাক্তারবাবু ভট্টাচার্য প্রভাত রঞ্জন
কন্যার শুভ জন্মদিনে করিলেন ওষুধ বিতরণ।
ওষুধটি ‘ডেসিরক্স’ যার মাত্রা পাঁচশত মিলিগ্রাম,
কমিবে থ্যালাসেমিয়া রক্তের আয়রণের পরিমাণ।
তুলনামূলক কিছুদিন বাড়িবে প্রোটিনের মান
নিতে হয় বার বার শরীরের রক্ত, হয় ক্ষত বিক্ষত
এমনই এক রোগ যন্ত্রণাই যার শত দুর্ভোগ।
হয়নিকো রোগের কোনো ওষুধ আবিষ্কার
সচেতনতাই একমাত্র আগামীদিনে এর প্রতিকার।
সমাজ সচেতন জীব, যদি হই আমরা একটু উদ্‌গ্রীব
থ্যালাসেমিয়া বংশগত জীনঘটিত একটি রোগ
আগামীদিনে থাকবে না এই রোগ
পাবে নাকে কেউ আর দুর্ভোগ।
আছে এর একটি পথ, যদি নেই সকলে শপথ
জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে
আছে যত কিবা ছেলে কিবা মেয়ে
করতে হবে একবারপরীক্ষা রক্ত
পেতে এই রোগ হতে মুক্ত।
থাকে যদি রক্তে এ রোগের বাহক, নেই তাতে ক্ষতি
এমন বাহক আছে এদেশে বারো থেকে চোদ্দো কোটি
নেই তাতে একটু ক্ষতি, শুধু এইটুকু দেখা
একজন বাহকের সাথে আর এক বাহকের বিবাহ সূত্রে
যেন না হয় মিলন
তবেই আগামী প্রজন্ম হবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত
সুস্থ সব সুন্দর জীবন।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

কিশোর দাস

বছর বছর আসুক ঘুরে
রূপকথারই এমন দিন
সবাই মিলে রাখব মনে
ঐ মেয়েটার জন্মদিন।
‘সেরাম’ ঘরে তোমায় ঘিরে
উৎসবেরই মহারণ
কচিকাঁচার সাথে মিশে
আমরা সকল সুধীজন।
ভগবানের আশীর্বাদে
সুখী থেকো সারাজীবন
শুভেচ্ছা আর আশীষ দিয়ে
করব সবাই পঙ্‌তি ভোজন।

শান্তি

অনির্বাণ কর

স্বপ্ন নিয়ে তৈরি বাড়ি
কান্না দিয়ে ভেজা।
তারই মধ্যে বেঁচে থাকা
একটু শান্তি খোঁজা।

শান্তি কী আর যে সে জিনিস!
শান্তি নিজের মনে,
সুখ-দুঃখ মানুষ-পাশে,
সৎ-আচরণে।

বঙ্গ-সন্তান

শিবাশীষ সেনগুপ্ত

শুনতে পেলাম বঙ্গে গিয়ে
আছে নাকি সব পাতাল রেলে
চড়তে পারো ভাগ্যে পেলে।
রাস্তা ঘাটের কাজের খবর
মন্দ নয় সে জবর খবর
ময়লা জমে হচ্ছে পাহাড়
শহরের সব বাড়ছে বাহার
হচ্ছে সেতো তিলোত্তমা
তবু খানাখন্দের নেইকো কমা
চারিদিকে ট্রাফিক বন্ধ
কম হচ্ছে বাংলা বন্ধ
সবার মধ্যে হুড়োহুড়ি
কলকাতা লন্ডন হবে তাড়াতাড়ি?

বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কিছু বিশেষ মুহূর্ত

১. সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও সদস্য তপন ব্যানার্জির সঙ্গে বিশেষ বিভাগের প্রতিযোগিরা।
২. মঞ্চে বিশেষ বিভাগের প্রতিযোগিদের সঙ্গে সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।
৩. চলছে বিশেষ বিভাগের প্রতিযোগিতা।
৪. অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি ওয়াসিম আর কাপুর।
৫. বিবেকানন্দ বিভাগের প্রতিযোগিদের আঁকা চলছে।
৬. সংগীত শিল্পী অভিষেক কুমার।
৭. লেখিকা রীণা ঘোষালের বই প্রকাশ করছেন সম্পাদক।
৮. প্রতিযোগিদের নাম নথিভুক্তকরণ চলছে।
৯. ওয়াসিম আর কাপুরের সঙ্গে আমরা সকলে।
১০. আবৃত্তির বিচারক বৃন্দ।
১১. স্বামীজি বিভাগের প্রতিযোগিরা।
১২. সম্পাদক ও কার্যকরী কমিটির সদস্য তিনকড়ি দত্ত।
১৩. সংগীত শিল্পী জয়িতা সাহা।
১৪. চলছে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।
১৫. বিচারক দিগেন মুখার্জিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি।
১৬. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মজে রয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।
১৭. বিচারকের ভাষ্য।

Marching
ahead
with Time.

HOARDING MONOPOLE
GYPSY BUS PASSENGER SHELTERS
ILLUMINATED BUS PASSENGER SHELTERS
ROAD GANTRIES
FRONTLIT BACKLIT
SIGNAGES POLE ADS
CUSTOMISED TRUCK DISPLAY
FABRIC BANNERS
FLEX BANNERS
DIGITAL BACKDROPS BILL BOARDS
DECORATIVE ARCHING
AND NON- ARCHING GATES
NEON SIGN ETC.

Since 1932

KARUKRIT®
13A, Madanmohantala Street Kolkata - 700 005
Phone : 2554-1512/3633, 2555-2977, Fax : 2554-1802
E-mail - karukrit1932@karukrit.com
Website : www.karukrit.com

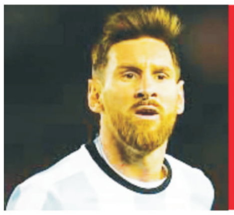

স্টেডিয়াম

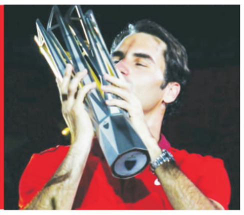

তেরঙ্গার সম্মান রক্ষায় ধোনি

হামিল্টন-ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে হ্যামিন্টনে শেষ টি টোয়োন্টিতে হারল ভারত। টি টোয়েন্টি সিরিজ হাত ছাড়া হল ভারতের। কিন্তু এদিন মাঠে ভারতের জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার্থে এক অন্য ছবি দেখালেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ম্যাচ চলাকালীন একজন ভারতীয় দর্শক ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে মাঠে ঢুকে পড়েন এবং ধোনিকে নমস্কার করতে গিয়ে জাতীয় পতাকাটি ধোনির পা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তখন ধোনি এই সমর্থকের গা থেকে জাতীয় পতাকাটি হাতে তুলে নেন, যাতে সেটি মাটিতে না পড়ে। দেশপ্রেমের নয়া নজির গড়লেন ধোনি।

রোনাল্ডোকে বিদ্রুপ

তুরিন-চ্যাম্পিয়ন লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের আতলেতিকো দে মাদ্রিদের কাছে ০-২ হেরেছে জুভেন্ডাস। গোলের অনেক সুযোগ পেয়েও গোলে করতে পারেন নি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর পায়ে বল গেলেই বিদ্রুপের বাঁশিতে ঝালাপালা হয়েছে স্টেডিয়াম। যতবার চিৎকার হয়েছে ততবারই হাতের পাঁচ আঙুল তুলে পর্তুগিজ তারকা বোঝাতে চেয়েছেন পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছি।' আশায় বুক বেঁধেছিলেন জুভেন্তাসের কোচ মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি। যেন একা রোনাল্ডো হরিয়ে দেবেন আতলেতিকোকে।

ন'রানে অল আউট

মিজোরাম-মহিলাদের সিনিয়র টি টোয়েন্টি লিগে মিজোরাম মাত্র ৯ রানে অল আউট হয়ে গেল। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২১ ফেব্রুয়ারি এই খেলাটা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের প্রেসার তরঙ্গ ঝা-র ২৪টি ডেলিভারির মধ্যে ২৩টিতে কোনও রান হয়নি। তিনি নিয়েছেন চার উইকেট। মিজোরামের সবচেয়ে বেশি রান করেছেন অপূর্বা ভরদ্বাজ। তিনি ২৫ বল খেলে ৬ রান করেছেন।

বোর্ডে সেনা কর্তা

নয়াদিল্লি-ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কমিটির মধ্যে ফাঁকা থাকা সিও এ পদে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রবি থোড়েগো। শুরুতে চার সদস্য নিয়ে সি ও এ গঠন করা, হলেও পরে কমিটির দুই সদস্য সরে দাঁড়ান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালন দায়িত্বে এতদিন সেনাবাহিনীর কাউকে দেখা যায় নি।

বয়কট নিয়ে ভিন্নমত

মুম্বই-সম্প্রতি কাশ্মীরের পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিংহ, মহম্মদ আজহারউদ্দিন সঙ্গে একমত হতে পারেননি সুনীল গাভাসকার এবং সচিন তেণ্ডুলকর। তাঁদের মতে, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ না খেললে ক্ষতি ভারতেরই। পুরো পয়েন্ট পেয়ে যাবে পাকিস্তান।' পুলওয়ামার ঘটনার পর থেকে ক্রীড়া জগতে আওয়াজ উঠেছে পাকিস্তানকে বয়কট করা হোক। দিল্লিতে আয়োজিত শুটিং বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রতি যোগীদের ভিসা দেওয়া হয়নি। গাভাসকার বলেছেন, দেশের মনোভাবের সঙ্গে তিনিও একমত। ইমরান খানের উদ্দেশ্যে গাভাসকারের বার্তা, 'শান্তির পদক্ষেপ করার দক্ষতা ওর আছে।' পাক বয়কটের ডাক দিয়ে আই সি সিতে খুব একটা সুবিধা ভারতীয় বোর্ড করতে পারবে বলে মনে হয় না। এছাড়া অন্যদেশগুলো হয়তো বলতে পারে, 'এটা তোমাদের দু'জনের ব্যাপার। তোমারই সামলাও। আমরা কেন এর মধ্যে জড়াতে যাব?'

শাস্তির মুখে ভারত

নয়াদিল্লি-দিল্লিতে শুটিং বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে আটকে দেওয়ার জন্য ভারতকে শাস্তি দিল আই ও সি। ভবিষ্যতে ভারত অলিম্পিকে আন্তর্জাতিক ইভেন্ট করতে পারবে না বলে জানিয়ে দিল আই ও সি।

উড়ন্ত পাখির বিদায়

গর্ডনের ঐতিহাসিক সেভ।

ইংল্যান্ড-গর্ডন ব্যাঙ্কস, লেভ ইয়াসিন—দু'জনের মধ্যে কে আগে? এই নিয়ে আজও বিতর্ক রয়ে গেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোল কিপার গর্ডস ব্যাঙ্কস (১৯৩৭-২০১৯) মারা গেলেন। পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। মাটির মানুষ ছিলেন। ৪৯ বছর আগে মেক্সিকো বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য গোলরক্ষা করার ঘটনা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। ৭৬ বছর বয়সী তাঁর বন্ধু পেলে এখনও সেই 'সেভ'-এর কথা ভোলেন নি। ওই ঘটনার পর থেকেই গর্ডনের সঙ্গে পেলের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সোশ্যাল মিডিয়াতে পেলে ব্যাঙ্কসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। বন্ধু তুমি শান্তিতে থাকা।'

চার বছর আগে তার কিডনিতে ক্যানসার ধরা পড়ে, টানা ছ'বার (১৯৬৮-৭১) ফিফার বর্ষসেরা গোলকিপার হয়েছেন গর্ডন ব্যাঙ্কস। ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে অবসর নেন। ৭৩ ম্যাচের মধ্যে ৩৫টিতে কোনও গোল খাননি।

বয়কট নিয়ে শোয়েব

করাচি-পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আফতার পুলওয়ামায় সি আর পি এফ জওয়ানদের ওপর হামলার ঘটনার সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন, 'এই ঘটনার জেরে আসন্ন বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট, করতেই পারে ভারত। খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে। খেলাটা ঠিক নয়।' তবে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন শোয়েব। তিনি বলেছেন, ভারত খেলার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। এ ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতে পারে।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিভাস সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিল ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিক্তা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীলা নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য ৪২) শুভাশিষ সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৭) মিম্পি রাহা ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা কর ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) কমলকান্তি ঘোষ ৫৪) ববিতা দাস ৫৫) আলোকনা সিকদার ৫৬) মধুমিতা পাত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জ্জি ৬১) উমেশ গুপ্তা ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শরদিন্দু চ্যাটার্জ্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) মোনালিসা হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহান ৬৯) সুকুমার পাল ৭০) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য্য ৭১) সব্যসাচী বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তনয় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেন্দ্র পাল ৭৬) অরিজিৎ সীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কানন কুমার মণ্ডল ৮৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ৮৪) প্রবীর চক্রবর্তী ৮৫) কৃতান্ত মণ্ডল।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,